শুক্রবার, ২৬ আশ্বিন, ১৪২৪
বর্ষ : ১২, সংখ্যা : ২৯২

সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা মুকুল রায়ের, জল্পনা ভবিষ্যত নিয়ে

জন্মলগ্ন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠক, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডান হাত বলেই পরিচিত মুকুল রায় রাজ্যসভার সদস্য পদে ইস্তফা দিলেন। শুধু ইস্তফাই নয়, রাজধানীতে তিনি সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কংগ্রেস বহিষ্কার করেছিল। ১৯৯৮ সাল থেকে বিজেপি'র সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের জোট হয়। ২০০৭ সাল পর্যন্ত বিজেপির সঙ্গে তৃণমূল ছিল। তার অনুযোগ কংগ্রেস শাসনে ২জি স্পেকট্রাম, কমনওয়েলথ গেমস ইত্যাদি দুর্নীতির অভিযোগে কংগ্রেসের বিরোধিতা করে ওই দলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন তৃণমূল নেত্রী। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম। তার প্রশ্ন, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস বারবার কংগ্রেসের সঙ্গে কেন? তার এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবে নানা প্রশ্ন উঠবে। কিন্তু রাজনীতিতে কোনও বিচ্ছেদ বা মিলন স্থায়ী হয় না। কারণ পরিস্থিতির বদলে দল নিজেদের স্বার্থে নতুন অবস্থান নেয় দলীয় প্রয়োজনে। অতীতেও এমন অবস্থান বদলের ঘটনা বারবার ঘটেছে। এক সময়ে বোফর্স কাণ্ডে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধিকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য জ্যোতিবাবু, সুরজিৎরা মহাজোট গঠন করেছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানিদের সঙ্গে কিন্তু আজ দুই শক্তির অবস্থান ভিন্ন। এটাই হয়ে আসছে ভারতীয় রাজনীতিতে। পদত্যাগী সাংসদ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে বলেছেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী, কিন্তু তারা চাকর নন। তার এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস মমতাকে কেন্দ্র করেই। 'মমতা' না থাকলে দলের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ মমতা নেত্রী হয়েছেন অহিংসা সংগ্রাম করে। দলে তাঁর কোনও বিকল্প নেই, হবেও না। তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্যই মুকুল রায়ের অবদান আছে। কিন্তু তাঁর উত্থান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করেই। মমতাই তাকে রাজ্যসভার সদস্য করেছেন, মমতার জন্যই মুকুল রায় ইউপি-২ আমলে কেন্দ্রের রেলমন্ত্রী হয়েছিলেন। এটা বিস্মৃত হলে চলবে না।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুকুল রায় বলেছেন, এখনই কোনও দল গড়ছি না। কোন দলে যাব, এখনও ঠিক করিনি। এখন তিনি কী করেন, সেটাই দেখার। তবে তিনি জাতীয় কোনও দলে যোগ দিলে ভিন্ন ব্যাপার। তা নাহলে মূল স্রোত থেকে চলে এসে এ রাজ্যে সব নেতাই তলিয়ে গিয়েছেন। তবে জল্পনা চলবে মুকুল রায়কে নিয়ে।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ত্রয়োবিংশ খণ্ড
শ্রীশ্রীরথযাত্রা বলরাম মন্দিরে প্রথম পরিচ্ছেদ
পূর্ণ, ছোট নরেন, গোপালের মা

শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাড়ীর বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। আষাঢ় শুক্ল প্রতিপদ, সোমবার,১৩ই জুলাই ১৮৮৫, বেলা ১টা। কলা শ্রীশ্রীরথযাত্রা। রথে বলরাম ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। বাড়ীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথবিগ্রহের নিত্য সেবা হয়। একখানি ছোট রথও আছে, --রথের দিন রথ বাহিরের বারান্দায় টানা হইবে। ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

কাছে নারা'ণ, তেজেন্দ্র, বলরাম ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা। পূর্ণ সম্বন্ধে কথা হইতেছে। পূর্ণের বয়স পনর হইবে।

ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আচ্ছা, সে (পূর্ণ) কোন পথ দিয়ে এসে দেখা ক'রবে?

—দ্বিজকে ও পূর্ণকে তুমিই মিলিয়ে দিও।" এক সত্তার আর এক বয়সের লোক, আমি মিলিয়ে দিই। এর মানে আছে। দু'জনেরি উন্নতি হয়। পূর্ণর কেমন অনুরাগ দেখেছ।" মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ, আমি ট্রামে ক'রে যাচ্ছি,, ছাদ থেকে আমাকে দেখে, রাস্তার দিকে দৌড়ে এলো, --আর ব্যাকুল হ'য়ে সেইখান থেকেই নমস্কার করলে। শ্রীরামকৃষ্ণ(সাশ্রুনয়নে) আহা! আহা! কি না ইনি আমার পরমার্থের(পরমার্থ লাভের জন্য) সংযোগ ক'রে দিয়েছেন। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল না হ'লে এরূপ হয় না।

পূর্ণের পুরুষসত্তা, দৈবস্বাভাব, –তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান

এ তিন জনের পুরুষসত্তা—নরেন্দ্র, ছোট নরেন আর পূর্ণ।

দিনপঞ্জিকা

২৬ আশ্বিন, ভাঃ ২১ আশ্বিন, **১৩ অক্টোবর**, ২৬ আহিন, সংবৎ ৮ কার্ত্তিক বদি, ২২ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৬, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১১। **শুক্রবার**, অষ্টমী দিবা ঘ ৭।৪৯মিঃ। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র দিবা ঘ ১১।১৮মিঃ। শিবযোগ দিবা ঘ ৮।২ পরে সিদ্ধযোগ শেষরাত্রি ঘ ৫।৭মিঃ। কৌলবকরণ, দিবা ঘ ৭।৪৯ গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ঘ ৬।৪৪ গতে গরকরণ। **জন্মে**—মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, প্রাতঃ ঘ ৫।৪১ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, দিবা ঘ ১১।১৮ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। **মৃতে**—দ্বিপাদদোষ, দিবা ঘ ১১।১৮ গতে দোষ নাই। **বারবেলাদি** ঘ ৮।৩০ গতে ১১।২৪ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৮।১৮ গতে ৯।৫১ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই, দিবা ঘ ৭।৪৯ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ঘ ২।৩ গতে পূর্ব্বে উত্তরেও নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**—নাই। **বিবিধ**—নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ঘ ৭।৪৯ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ ও মাসদগ্ধা। ভগিনী নিবেদিতার তিরোধান দিবস। **অমৃতযোগ**– দিবা ঘ ৬।২৮ মধ্যে ও ৭।১৩ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ২।৪৩ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৫।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৫।৪৯ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ৩।১৩ মধ্যে ও ৪।১ গতে ৫।৩৭ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৬ আশ্বিন, ভাং ২১ আশ্বিন,১৩ অক্টোবর, ২৬ আহিন, ২২ মহরম। উঃ ঘ ৫।৩৬, অঃ ঘ ৫।১১ শুক্রবার, অষ্টমী দিঃ ঘঃ ৭।৪৯। ২৬ আশ্বিন উরস হজরত সাহসুফি সৈয়দ মোবাইএদুল ইসলাম রহঃ হোরপুর শরিফ, আরামবাগ, হুগলী।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

গান্ধী হত্যায় নয়া মোড়, চতুর্থ বুলেট কি ডব্লু ডব্লু-২, গুপ্ত ব্রিটিশ ইউনিটের চক্রান্ত !

কমল ভট্টাচার্য

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা হল জাতিজনক মহাত্মা গান্ধীকে সামনে থেকে গুলি করে হত্যা করা। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারির এই ঘটনায় সারাবিশ্বে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, শোকস্তব্ধ ছিল ভারতবাসীসহ সারা পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ। গান্ধীজির মৃত্যুর ৬৯ বছর পর তাঁর হত্যাকাণ্ড এবং গান্ধীজিকে চতুর্থ গুলিটি চালালো কে, তা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু হয়েছে। বিষয়টি লেখালেখি বা মতপ্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এমন স্পর্শকিতার বিষয় নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন বীর সাভারকরের একজন পরমভক্ত এবং অনুরাগী ডঃ পঙ্কজ ফডনিস। অভিনব ভারতের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রিম কোর্টে একটি পিআইএল অর্থাৎ জনস্বার্থ জড়িত মামলার আবেদন করেছেন। আবেদনে তিনি বলেছেন, মহাত্মাকে পরপর তিনবার গুলি করা হয়। কিন্তু মহাত্মা নিহত হন চতুর্থ বুলেটে। তাঁর প্রশ্ন, এই চতুর্থ বুলেট চালালো কে? সেই আততায়ী কে? এ কারণে গান্ধী হত্যা মামলার নতুন করে তদন্ত শুরু করার আর্জি জানান। এর আগে তিনি এই আবেদন নিয়ে দেশের এক উচ্চ আদালতে একই আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি খারিজ হয়ে যায়। এবার তিনি একই আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে এক নতুন তদন্ত কমিশন গঠনের জন্য। গান্ধীজিকে হত্যা যে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। গান্ধী হত্যা তদন্তে কাপুর কমিশন গঠিত হয়েছিল। কাপুর কমিশনের কাজ প্রশংসিত হয় সর্বত্র। এই কমিশনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন মনুবেন গান্ধী। তাঁর সাক্ষ্য সমর্থন করেছিল আনোয়ার পুলিশ। বলা হয়েছিল, ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধী গুলিতে নিহত হওয়ার পর একজন বিদেশী সাধু গান্ধী হত্যা নিয়ে প্রচারপত্র বিলি করে প্রশ্ন উঠেছিল, কে এই সাধু? কোথা থেকে এসেছেন তিনি? এছাড়া কাপুর কমিশনে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য দিয়েছিলেন ওই সময়ের পুনার কালেক্টর সারিয়া বাভে। তবে কমিশন নাকি এসব সাক্ষ্যে খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি বলে সুপ্রিম কোর্টে আবেদনকারী পঙ্কজ ফডনিস জানিয়েছেন।

এখন নানা ঘটনা, অতীতের সব সাক্ষ্য প্রমাণ ইত্যাদি সংগ্রহ করে গান্ধী হত্যা তদন্তে নতুন কমিশন গঠনের আর্জি জানান সুপ্রিম কোর্টের কাছে। তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, ডঃ ভি কে সিং এবং বিচারপতি ডঃ চন্দ্রচূড়কে নিয়ে তিন সদস্যের কমিটি গঠনের জন্য আবেদন জানানোর সংকল্প গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, আবেদনকারী পঙ্কজ ফডনিস গান্ধীজির হত্যাকাণ্ড নিয়ে গত ২০ বছর গবেষণা করছেন। তিনি মনে করেন, এক সিক্রেট ব্রিটিশ সংস্থা ফোর্স ১৩৬ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে গোপনে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ছিল। ভারত ভাগ হওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর এরাই ভারতে হিন্দু-মুসিলম দাঙ্গা বাধায়। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু নিধন, অগ্নিসংযোগ, মহিলাদের নির্বিচারে ধর্ষণ, জমি দখল, সম্পত্তি লুঠ ইত্যাদি অবাধে চলে। এর পেছনে ছিল এই গুপ্ত সংস্থার কারসাজি। সুতরাং, গান্ধীজি হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নতুন অধ্যায় শুরু হলে অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হবে বলেই তাঁর অভিমত। বিশেষ করে, দুই দেশে দাঙ্গার পেছনে কোনও উর্বর মস্তিষ্ক কাজ করেছিল তার নয়া তথ্য উন্মোচিত হবে বলেই তিনি বিশ্বাস করেন। গান্ধীজি নিহত হয়েছিলেন ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি বিকেল ৫.১২ মিনিটে। সে সময়ে দেশের সমস্ত সংবাদপত্র জুড়ে ছিল গান্ধীজি হত্যার দুঃসংবাদ। দিল্লির বিড়লা হাউসে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি প্রার্থণাসভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন, সে সময়ে তাঁকে গুলি করে বছর ৩৫-র এক যুবক। মৃত্যুর আগে তিনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে কিছু জরুরি আলোচনা সেরে নেন। এরপর বাগানের মধ্য দিয়ে তিনি প্রার্থণা সভায় যোগ দিতে আসছিলেন আবা গান্ধী এবং মনু গান্ধীর কাঁধে হাত দিয়ে। মাত্র ৪পা এগোতেই, বছর ৩৫-র ওই ব্যক্তি গান্ধীজির সামনে আসেন এবং সামান্য ঝুঁকে তাঁকে প্রণাম জানান। সেই ঘটনার পরদিন 'দ্য হিন্দু' এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' লেখা হয়েছিল, প্রণাম জানানোর পর ওই যুবক গান্ধীজিকে বলেন, আজ প্রার্থণাসভায় আসতে আপনার দেরি হয়ে গেছে। স্মিত হেসে, গান্ধীজি বলেন, হ্যাঁ,দেরি হয়েছে। কিন্তু মুহূর্তে ওই যুবক কোমর থেকে রিভলবার বের করে তিনবার গুলি চালায় একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে। গুলি গান্ধীজির শরীর ভেদ করে বুকে এবং পেটে ঢুকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারা যান। কিন্তু আবা গান্ধী ও মনু গান্ধী তাঁর দেহ দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। সময় তখন বিকেল ৫.১২ মিনিট।

ওই সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, মৃত্যুর সময়ে গান্ধীর হাত দুটি ছিল প্রার্থণার ভঙ্গিতে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন তিনি। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন, মন্ত্রীসভার সদস্যরা, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরা ঘটনাস্থলে আসেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। সেদিন গান্ধীজির গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর সংবাদে সারা দেশ শোকস্তব্ধ হয়েছিল। দিল্লিতে বিড়লা হাউসের চারদিকে ওইদিন কয়েক লক্ষ মানুষ এসেছিলেন, গান্ধীজিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে, তাঁরা শোকে ভেঙে পড়েন। এই বিশাল জনতার সামনে ভাষণ দেন পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু।

লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখে জল। তাঁরা বাপু বাপু বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন। মানুষের চাপে বিড়লা হাউসের জানালার কাঁচ ভেঙে ছিল। কিন্তু জনতা সংযত ছিল। তবে, জাতীয় নেতাদের হস্তক্ষেপে গান্ধীজির মৃতদেহ শায়িত রাখা হয়। সুশৃঙ্খলভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ গান্ধীজির মরদেহে মাল্যদান করে তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান।

কিন্তু গান্ধীজির হত্যাকারী পালাতে পারেনি। জনতা তাকে উদ্যত রিভলবার সমেতই ধরে ফেলে। ছয় ঘরার রিভলবার তার হাতে ছিল। কিন্তু জনতা তাকে পেটাতে থাকে, পরে পুলিশ এসে জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে গ্রেফতার করে। শুরু হয় তদন্ত। জানা যায়, সে নাথুরাম বিনায়ক গডসে। তবে তিনি গান্ধীহত্যার পর আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলে যে রটনা হয়তো সত্য নয়। এই হত্যাকাণ্ডে তার সহযোগী ছিল নারায়ণ আপ্তে। পরে পুলিশ তাকেও গ্রেফতার করে। আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর নাথুরাম গডসে এবং নারায়ণ আপ্তের ফাঁসি হয়।

লেখাপড়া ঃ টুকরো স্মৃতির নিটোল ছবি

আশিসরঞ্জন সামন্ত
পর্ব ১

আমাদের দেশে শিক্ষার সুফল প্রতিটি মানুষের কাছে যাতে সহজেই পৌঁছে দেওয়া যায়, তার জন্য প্রায় সব সময়ই নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। অনেকেই উৎসাহিত হচ্ছেন, আবার কেউ কেউ বা নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে 'কিস্‌সু হবে না' বলে বসে থাকছেন। ঠিক সেই সময় যদি কিছু হওয়ার দৃষ্টান্ত এনে হাজির করা যায় তাহলে আবার নতুন করে দুর্বল মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার জোয়ার আসতে শুরু করবে। ফল 'কিছু হবেই'।

আমার পরিদর্শক জীবনের একেবারে সাম্প্রতীকালে বহু ছাত্রছাত্রীকে একটু একটু করে চেষ্টা করে অনেকখানি সফল হতে দেখার ঘটনা ঠিক এই মুহূর্তে চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে। দেখা গেছে, চেষ্টা থাকলে, আগ্রহ থাকলে, কিছু করে দেখাতেই হবে। আমাকে অনেক বড় হতে হবে, এইরকম সব চিন্তা ভাবনা থাকলে এবং সেই সঙ্গে সহমর্মী মানুষজনের কাছ থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা পেলে পারিপার্শ্বিক বাধা, পারিবারিক সমস্যা, আর্থিক অস্বচ্ছলতা প্রভৃতি কোনও বাধা বাধা-ই নয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে পরিদর্শনে গিয়ে শিক্ষার্থীদের মনের গোপন অব্যক্ত কথাটি জানার চেষ্টা করি এবং জেনে তাদের কাছে কিছু বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরে মনোবল বৃদ্ধি করার ফলে তাদের জীবনের মোড় সম্পূর্ণভাবে ঘুরে যেতে দেখেছি। সেই সঙ্গে দেখেছি আশ্চর্যজনকভাবে সাফল্য লাভ করতে।

বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে তখন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমায় কাজ করছি। ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাস থেকে ২০০৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে যাদের উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হতে দেখেছি তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের কথাই এখানে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরছি।

প্রতিটি বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে প্রার্থনাসভায় উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার প্রচেষ্টা আছে কি না যেমন লক্ষ করি, ঠিক তেমনি শ্রেণিকক্ষে গিয়ে সামগ্রিক চিত্রগ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষা-বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে তাদের প্রত্যেকের ভেতরের অব্যক্ত কথাটি জেনে নিয়ে সেই ক্ষত স্থানটিকে সারিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। অনেক কৃতী ছাত্র-ছাত্রী যারা নিজেদের প্রচেষ্টা এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে সংগ্রাম করে খুব সাধারণ অবস্থা থেকে অনেকখানি অসাধারণ হয়ে উঠেছে তাদের কথা তুলে ধরে নতুন করে এগিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়ে এবং পথ দেখিয়ে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে সুফল পেতে দেখেছি। প্রত্যেককে আপন করে নিতে পারলে এবং প্রত্যেকের মনের কথাটি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারলে তারা অবশ্যই আপন হবে। শুধু তাই নয়, যাদের 'কিস্‌সু হবে না' বলে একসময় কেউ দূরে সরিয়ে রেখেছিল তাদেরও যে 'কিছু হবেই' একথা বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলা যায়। আজ, অসংখ্য প্রমাণের ভেতর থেকে মাত্র কয়েকজনের কথা এখানে তুলে ধরেছি।

২০০৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে প্রথম হয়েছে অরিন্দম সাঁতরা। বাঁকুড়া সোনামুখী বিদ্যবাসিনী জুবিলি হাইস্কুলের ছাত্র। পেয়েছে ৭৮৫ নম্বর। ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষ থেকে মহকুমা জুড়ে একটানা 'পরিদর্শন অভিযান' চালিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং 'বিদ্যালয় ছুট' রোধের সংকল্প নিয়ে শিক্ষা-বিজ্ঞান-ভিত্তিকভাবে নিজ উদ্ভাবিত পরিদর্শন পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে উৎসাহিত করতে গিয়ে ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলাম পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওপর। মহকুমায় ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে ১২১৮৩ জন ছাত্রছাত্রী। চেষ্টা করেছি তাদের প্রত্যেককে বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে। দীর্ঘ ৬ বছরের প্রচেষ্টায় প্রায় ১০০ শতাংশ সফল হয়েছি। মাত্র ৫০৯ জন শিক্ষার্থী 'বিদ্যালয় ছুট' হলেও তাদের পুনরায় কোনও না কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো সম্ভব হয়েছে। অরিন্দম যখন ১৯৯৯ সালের মে মাসে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয় তখন থেকে অনেকের সঙ্গে ওকেও চিনি। শুধু তাই নয়, ওর সহপাঠী বন্ধু আফজল মিদ্যাকেও জানি। ওদের বিদ্যালয়ে অনেক অনেকবার গিয়ে অন্যান্য কৃতী ছাত্রছাত্রীরা কে কীভাবে বড়ো হয়েছে তা বিভিন্ন সময়ে বিশদভাবে জানিয়েছি। ওরাও উৎসাহিত হয়ে চুপচাপ শুনেছে মন স্থির করে। পথ খুঁজেছে, তাই পথও পেয়েছে। এই ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাচক্রে এই মহকুমায় রাজ্যস্তরের একগুচ্ছ কৃতী ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এখন মাত্র দু-তিন জনের কথাই উল্লেখ করছি।

৩১ মে ২০০৫ সাল। অরিন্দম সাঁতরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে প্রথম হয়েছে খবর শুনে ওকে অভিনন্দন জানানোর জন্য বিকেলে সোনামুখী গিয়ে হাজির হই। উল্লেখ করার মতো যে, অরিন্দম তার ফল জানার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে পত্র লিখে জানিয়েছে। শুধু তাই নয়, মাধ্যমিকের ফল বের হওয়ার পর ওই পত্রটিই তার ফলাফল জানানো বিষয়ক প্রথম পত্র। অরিন্দমের বাড়ি যাবার জন্য আমি ঠিক সন্ধ্যার সময় সোনামুখীতে গিয়ে হাজির হই। পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ধনসিমলা বিদ্যাভবনের প্রধানশিক্ষক নজরুল হক এবং রামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সহশিক্ষক বংশীমোহনদের সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই ওনাদের প্রশ্ন—'আপনি নিশ্চয়ই অরিন্দমের বাড়ি যাবেন?' '-হ্যাঁ, তাই তো এলাম। তবে, তার আগে বলুন আফজলের খবর কী?' বংশীবাবু বললেন, 'জানেন স্যার, আফজল ৭৬৬ নম্বর পেয়েছে। ওর খুব মন খারাপ।' কথাটি শুনেই বলি, 'আমি আফজলের বাড়ি আগে যাবো।' এই বলে ওনাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। দুই বন্ধু ওরা। দু'জনেই বিপরীত পরিবেশে বড়ো হয়েছে।

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি ঃ—

কলেজে আরবি বিষয়ে স্নাতক পাশ করার পর স্নাতকোত্তরে ভর্তি হওয়াতে সমস্যা হচ্ছে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আরবি বিষয় পড়ানো হয়না। আরবির ছাত্রছাত্রীদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনুরোধ, প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়ানোর ব্যবস্থা করুন।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি ঃ—

মুসলিমদের বড় উৎসব ঈদ-উল-ফিতর। এই উৎসবে সরকারি ছুটি মাত্র একদিন। যাঁরা বাইরে পড়াশোনা ও চাকরি করেন তাঁদের পক্ষে একদিনের ছুটির জন্য খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ ঈদ-উল-ফিতর ও ইদুজ্জোহা এই দুই উৎসবে কমপক্ষে তিনদিন করে সরাকরি ছুটি ঘোষণা করা হোক।

সাচার কমিটির রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যসরকার মুসলিমদের জন্য উচ্চশিক্ষা এবং চাকরিতে দশ শতাংশ সংরক্ষণ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে না। মেডিকেল, নার্সিং, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন ও বি.এড. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এবং চাকরির ক্ষেত্রে ও মুসলিমদের দশ শতাংশ সংরক্ষণের কোন উল্লেখ নেই।

কলকাতায় যে আল্ আমীন মিশন কলেজ আছে। ওই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হোক। এতে মুসলিম সমাজে উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটবে। মুসলিম সমাজে উচ্চশিক্ষার অভাব আছে। এই জন্যই এই সমাজের ছেলেরা বিপথে চালিত হচ্ছে। আশা করি, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আল্ আমীন কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। (ডাঃ সেখ আয়নাল হক, আলমগঞ্জ, পূর্ব বর্ধমান)।

উদ্ভর সম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উদ্ভয়ন ও সমস্যা
চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দফতর।
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়